এবারও হচ্ছে না আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় প্রায় ১১ বছর ধরে আটকে আছে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সীমানা জটিলতা নিরসন করে ২০১৭ সালে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৫ জুন আবারো মেহেরপুর পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তপশিল ঘোষনা হয়েছে। কিন্তু এবারো হচ্ছে না ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন।

প্রায় ১২ বছর ধরে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন আনারুল ইসলাম। সর্বশেষ ২০১৭ সালে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব জায়গাতেই এক প্রকার নির্বাচনি আমেজ তৈরি হলেও আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়ে এখনো অনিশ্চিয়তা কাটছে না।

জানা গেছে, গত ২০১১ সালের ৯ জুন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। একই বছরের ২৮ জুলাই ওই নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৭ জুলাই এ পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়। ওই সময় দেশের অন্য পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হলেও সীমানা জটিলতা দেখিয়ে মেহেরপুর পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা স্থগিত রাখে নির্বাচন কমিশন। পরে সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের মুখে ২০১৭ সালের ২৫ ও ২৩ এপ্রিল আমদহ ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ২৫ এপ্রিল মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন হলেও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন তখন স্থগিত করা হয়।

আমদহ গ্রামের মহসিন আলী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একই চেয়ারে থাকায় ওই চেয়ারম্যান-মেম্বাররা সাধারণ মানুষকে তেমন মূল্য দিচ্ছেন না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দফতর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বুলু বলেন, ‘সীমানাসংক্রান্ত জটিলতার দোহাই দিয়ে নির্বাচন স্থগিত থাকলেও এটি তেমন জটিল কিছু নয়। এটা নিরসন হয়ে পৌর নির্বাচন হয়েছে। সীমানা জটিলতা আর নেই। আমাদের দলের নেতাকর্মীরা চান নির্বাচন হোক। দল মনোনয়ন দিলে আমারও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘গত তফসিলে আমি চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম। একটি পক্ষের কূটকৌশলে নির্বাচনটি স্থগিত রয়েছে। শিগগিরই নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি।

জনগনের ভোটাধিকার হরণ করেছে সে। জনপ্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিনা ভোটে দশ বছর ধরে ক্ষমতা দখল করাটা যৌক্তিক না। আমি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমদহ ইউনিয়নের নির্বাচন দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ আরো ৪ ইউনিয়নে নির্বাচন ১৫ জুন

মেহেরপুর পৌরসভা আরো চারটি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ জুন। আজ নির্বাচন কমিশনের সভা শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে।

সদর উপজেলার আমঝুপি, নবগঠিত শ্যামপুর, পিরোজপুর এবং নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সবগুলোতেই ইভিএম পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নির্বাচন না হওয়া আমদহ ইউনিয়নে এবারো হচ্ছে না নির্বাচন।

এক তফশিলে হবে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৬টি পৌরসভা ও ১৩৫ টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাই ১৯ মে, আপিল দায়ের ২০, ২১ ও ২২ মে। আপিল নিষ্পত্তি ২৩, ২৪ ও ২৫ মে। এ ছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ মে, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ মে এবং ভোট গ্রহণ ১৫ জুন।

একসঙ্গে ৬টি পৌরসভা, একটি উপজেলা ও ১৩৫টি ইউনিয়নে একই দিনে ভোট হবে। সবগুলো ভোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) হবে। যে সকল পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো, মেহেরপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভা, মকসুদপুর পৌরসভা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা, সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভা এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ সোমবার ইমপ্যাক্ট ফাউণ্ডেশন চত্ত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ বোরহান উদ্দিন চুন্নু। সভাপতিত্ব করেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের মোঃ সফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলের ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের বিভিন্ন পর্যেয়ের কর্মকর্তাগন, সাংবাদিক বৃন্দ ও অফিস স্টাফ গন।

হরিণাকুণ্ডুতে জমে উঠেছে ঈদ কেনাকাটা

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন-কে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শপিং মলগুলোতে জমে উঠেছে ঈদ কেনাকাটা। উপজেলার সব কয়টি মার্কেটে বইছে ঈদের হাওয়া। ঈদকে সামনে রেখে বাহারী রংয়ের ডিজাইন আর বিভিন্ন মডেলের পোশাক শোভা পাচ্ছে বিপনী বিতানগুলোতে। শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমল গুলোতে নেমেছে ক্রেতার ঢল। হরিণাকুণ্ডু শহরের রবিন সু প্যালেস,আসাদ গার্মেন্টস, রংধনু গার্মেন্টস, জননী গার্মেন্টস এন্ড ছিট বিতান,জাহিদ বস্ত্র বিতান,ইউনিক ফ্যাশান, কাশেম বস্ত্র বিতান,লেবাস এক্সক্লুসিভ কালেকশন ও বাংলা মেলা,মিলন গার্মেন্টস
,হাসান বস্ত্র বিতানসহ শহরের বিভিন্ন কসমেটিক্সে দোকানগুলোতে চলছে জমজমাট কেনাকাটা।

এদিকে পোশাক বিক্রেতারা বলছেন,২০ রমজানের পর থেকে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। এবারের ঈদ কালেকশনে ক্রেতারা কিনছেন বাহারী রংয়ের দেশী বিদেশী পোশাক। তবে দাম ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে বলে তাদের দাবী।

এবছর হরিনাকুণ্ডু উপজেলার তরুণীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে,কাচা

বাদাম
,লেহেঙ্গা,পুতুল,খেজুর পাতা,ওয়ান পিচ,টু পিচ,টপস গেঞ্জি,ব্যাগ সেট, কোটী সেট, জিন্স,গাউন এবং লং কামিজ, সর্ট কামিজ। এছাড়াও বিভিন্ন নায়িকাদের নামানুসারে থ্রি পিসের চাহিদাও ব্যাপক বলে জানান বিক্রেতারা। এ ছাড়া বিভিন্ন বাহারি ডিজাইনের চাহিদা রয়েছে। তরুণীদের পোশাক ৪’শত টাকা থেকে শুরু করে ৩/৪ হাজার টাকার মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটদের পোশাকেও রয়েছে ভিন্নতা। মেয়ে শিশুদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে লং ফ্রক ও পার্টি ফ্রক। এ ছাড়া মার্কেটগুলোতে উঠেছে বাহারি রংয়ের লেহেঙ্গা ও লং কামিজ। শিশুদের চাহিদার শীর্ষে রয়েছে পরী গাউন,স্কাট,সুতি টি-শার্ট।এ ছাড়া বিভিন্ন ডিজাইনের প্যান্ট।

ঈদে তরুণদের পোশাকেও রয়েছে ভিন্নতা। তবে প্রতিবারের মতো এবারেও ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের পাঞ্জাবির সমাহার দেখা গেছে মার্কেট গুলোতে ভিড় দেখা গেছে অনেক বেশি। হরিনাকুণ্ডু নগরীর লালন সড়কস্থান কাপড়ের দোকান
গুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে প্রতিদিন। বিশেষ করে ঈদকে সামনে রেখে পাঞ্জাবির যোগান ও চাহিদা উভয়ই বাড়ছে। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেল মিলিয়ে পাঞ্জাবির সমাহার রয়েছে উপজেলার একতারা মোড়,প্রিয়নাথ মোড়ের দোকানগুলোতে।

এদিকে বেড়েছে দর্জির দোকানে কাজের চাপ ২০ রমজানের পরে আর কোনো অর্ডার না নিয়ে, কাষ্টমারদের কথা চিন্তা করে দেয়া হচ্ছে নতুন তৈরি পোশাক। ঈদ বলে কথা। নতুন পোশাক পরে যাতে ঈদের নামাজ পড়তে পারে সেই দিকটা ভেবেই সকল কাপুড়ের ডেলিভারি দেয়া হবে। করোনা মহামারিতে ব্যবসার কিছুটা ক্ষতি হলেও স্কুল, কলেজ,মাদরাসা খুলার পরে বেচা কেনা বেশি তবে সেই সাথে বৃহত্তম ধর্মীয় ঈদ উল-ফিতর এর কারণে আরও বেচা কেনা বেড়েছে বলে জানান ফিরোজ টেইলার্সের মালিক ফিরোজ হোসেন।

নিউ মডেল সুজ স্টোরের মেহেদী হাসান জানান,ঈদের কারণে বেচাকেনা ভালোই হচ্ছে, তবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ না হয় তাহলে সামনে আরও বেশী বেচাকেনা হবে বলে আশা করছি। ঈদ যত ঘনিয়ে আসছে বিক্রি বাট্টাও বেড়ে চলেছে। এ ছাড়া পোশাক ছাড়াও জুতা ও প্রসাধনীর দোকানে ভিড় বাড়ছে। অনেকে পোশাকের সঙ্গে ম্যাচিং জুয়েলারিও কিনে নিচ্ছেন। এদিকে,নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের সাধ্যের মধ্যে পছন্দসই পোশাক কিনে নিচ্ছেন এসব দোকানগুলো থেকে।

এদিকে পুলিশ সুপার ও আইজিপি এর নির্দেশক্রমে হরিণাকুণ্ডু থানার ইনস্পেক্টর (তদন্ত) রিয়াজুল ইসলাম সার্বিক বিষয়ে বলেন, পুলিশের সবগুলো ইউনিট একসঙ্গে কাজ করছে। পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা টিম কঠোর ভাবে দ্বায়িত্ব পালন করছে। গার্মেন্টস শপিংমল-গুলোসহ শহরের প্রধান প্রধান এলাকাসহ শহরের অলি গলিতে আমাদের সদস্যেরা নিয়মিত দ্বায়িত্ব পালন করছে। আশা করি,হরিণাকুণ্ডুবাসী নির্বিঘ্নে ঈদ কাটাতে পারবেন,কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই।

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন ১৫ জুন (ভিডিও)

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ জুন।

সোমবার (২৫ এপ্রিল) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। কমিশন বৈঠক শেষে ইসি সচিব হুমায়ুন কবীর খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, এক তফশিলে হবে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৬টি পৌরসভা ও ১৩৫ টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাই ১৯ মে, আপিল দায়ের ২০, ২১ ও ২২ মে। আপিল নিষ্পত্তি ২৩, ২৪ ও ২৫ মে। এ ছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ মে, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ মে এবং ভোট গ্রহণ ১৫ জুন।

একসঙ্গে ৬টি পৌরসভা, একটি উপজেলা ও ১৩৫টি ইউনিয়নে একই দিনে ভোট হবে। সবগুলো ভোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) হবে। যে সকল পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো, মেহেরপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভা, মকসুদপুর পৌরসভা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা, সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভা এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভা। তবে মেহেরপুরের কোন ইউনিয়ন এ তপশিলে আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

আজ হতে পারে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচনের তপশিল !

মেহেরপুরসহ কয়েকটি পৌরসভা ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন (কুসিক) নির্বাচনের তপশিল নিয়ে আলোচনার জন্য আজ সোমবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন বৈঠকে বসতে যাচ্ছে। নতুন কমিশনের এটি দ্বিতীয় বৈঠক। সোমবারের বৈঠকে কয়েকটি পৌরসভা ও কুসিক নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তারা।

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) যুগ্ম সচিব এস এম আসাদুজ্জামান জানান, ২৫ এপ্রিল কমিশন সভার অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। আজ সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত এ সভায় কুমিল্লাসহ বেশ কিছু ইউনিয়ন পরিষদ, কয়েকটি পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকারের অন্যান্য নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হতে পারে। ইসির সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আগামী ৮ জুন কুমিল্লা সিটির তপশিল হতে পারে। এই নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। একই বৈঠকে মেহেরপুর পৌরসভাসহ কয়েকটি পৌরসভার নির্বাচনের তারিখও নির্ধারণ হতে পারে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

গত ৫ এপ্রিল বর্তমান কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ভোটের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেনি ইসি। তবে রমজানের শেষের দিকে তপশিল দিয়ে ২০ জুনের মধ্যে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন ইসি সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয় আরও আগে থেকে। কিন্তু কুমিল্লা সদর দক্ষিণের সীমানা বিন্যাস ইস্যুতে মামলা হয়। এটি নিষ্পত্তি করতেই সময়ক্ষেপণ হয়। ফলে আগামী ১৬ মের মধ্যে এ সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর নির্বাচন করতে হচ্ছে ইসিকে। এর আগে কমিশন সচিবালয়ের সচিব হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেছিলেন, ১৬ জুনের মধ্যে নির্বাচন করা হবে।

নতুন সিটি গঠন থেকে দু’বার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের

মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। ইসি কর্মকর্তারা জানান, কুমিল্লা সিটিতে সর্বশেষ ২০১৭ সালের ৩০ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের ১৭ মে। আইন অনুযায়ী প্রথম সভা থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর হয় নির্বাচিত করপোরেশনের মেয়াদ। সেই অনুযায়ী এই সিটির মেয়াদ শেষ হবে চলতি বছরের ১৬ মে। একই হিসেবে মেহেরপুর পৌরসভাসহ বেশকয়েকটি পৌরসভার মেয়াদ শেষ হবে ২৭ মে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ১৮০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ করতে হয়। তবে এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট করা সম্ভব নয় বলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দিয়েছে ইসি।

দর্শনায় নিখোঁজের একদিন পর ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

দর্শনা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নেমে সাইদুর রহমান ঝলক নামের এক কাঁচামাল ব্যাবসায়ী নিখোঁজ হয়। গত শনিবার বিকালে মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় সে। নিখোঁজের ২৪ ঘন্টাপর নদীতে সন্ধান চালিয়ে ঝলকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ডুবরীর দল।

জানা গেছে, দর্শনা পৌর এলাকার ইসলাম বাজার পানির ট্যাংকি পাড়ার বাসিন্দা ও দর্শনা রেলবাজারের বিশিষ্ট কাঁচামাল ব্যবসায়ী বাচ্চু ভান্ডারের সত্বাধিকারী সাইদুর রহমান ঝলক (২৫) গত শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করার উদ্দ্যেশে রওনা হয়।

এসময় জয়নগর গ্রামের ভারত সীমান্তবর্তী সীমান্তের ৭৭/১এস নং পিলালের নিকট নদীর কিনারে মোটরসাইকেল ও ম্যানিব্যাগ সহ ব্যবহৃত জিনিসপত্র রেখে গোসলের উদ্দ্যেশে মাথাভাঙ্গা নদীতে নামে। এরপর থেকে সে নদীর পানিতে নিখোঁজ হয়।

পরে স্থানীয়রা নদীর কিনারায় মোটরসাইকেল ও মানিব্যাগ সহ কিছু জিনিসজিনিসপত্র পড়ে থাকতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। এসময় লোকজন বিজিবিকে খবর দিলে মাথাভাঙ্গা নদীর ধার থেকে মোটরসাইকেল ও তার ব্যাবহারের জিনিসপত্র উদ্ধার করলেও মোটরসাইকেল মালিকের কোন সন্ধান মেলেনা।

পরে তার পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে অনেক খোঁজাখুজি করে তার সন্ধান না পেয়ে ওইদিন রাতেই দর্শনা থানায় একটি সাধারন ডায়রি করে। যার নং-১০৭৯।

সে নদীর পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়েছে এমন তথ্যে ভিত্তিতে রোববার নিখোঁজ ঝলককে খুজতে মাথাভাঙ্গা নদীতে তল্লাসী চালায় যশোর থেকে আগত ডুবুরীরদল।

তল্লাসীর এক পর্যায় বিকাল ৫টার দিকে জয়নগর গ্রামের ভারত সীমান্তের ৭৭/১ এস নং পিলারের ভারত অভ্যান্তরের ৫০ গজ ভিতর থেকে নিখোঁজ ঝলকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে দর্শনা থানা পুলিশ। রোববার রাতে মোবারকপাড়া কবরস্থানে বেদনা-বিধূর পরিবেশে তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় তার মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ধান কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে কোর্টের ১৪৪ ধারা অমান্য করে জমির ধান কর্তনের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার সকালে আইলহাঁস গ্রামের মাঠের ৮ একর জমির পাঁকা ধান কাটার ঘটনায় এলাকাজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ ঘটনায় খাসকররা ফাঁড়িপুলিশ ও জমি পরিদর্শন করে এবং স্ব স্ব স্থানে থাকতে নির্দেশ প্রদান করে।

এলাকা সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ সুফিয়া খাতুনের সাথে একই এলাকার বজলুর রহমান, মিজানুর রহমান, হান্নান, বহুলুল ও মজনুর সাথে পূর্ব বিরোধ চলে আসছে।

আইলহাঁসের প্রায় সাড়ে ৮ একর জমি জোরদখল করে ভোগ দখল করে আসছে বজলুর রহমান, মিজানুর রহমান, হান্নান, বহুলুল ও মজনু।

গত ২০০১ সাল থেকে কোর্টে দেওয়ানী মামলা চলমান রয়েছে। মামলায় ২০১৭ ও ২০২০ সালে সুফিয়া খাতুনের পক্ষে কোর্ট রায় প্রদান করে।

পরবর্তীতে সুফিয়া খাতুনের রায়ের বিপক্ষে আপিল করে বিপক্ষীয় জমির দাবিদার বজলুর রহমান, মিজানুর রহমান, হান্নান, বহুলুল ও মজনু।

এ ঘটনায় ওই জমি নিয়ে বিরোধ সহিংসতা সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জোরপূর্বক ভাবে চলমান দেওয়ানী মামলা চলাকালীন সময়ে সাড়ে ৮ একর জমিতে ধান চাষ করে।

এই ধান কর্তনকে কেন্দ্র করে কোর্ট ১৪৪ ধারা জারি করে। কোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে ধান করতে যায় হান্নান মাস্টারের লোকজন।

এতে সহিংসতার সৃষ্টির আশংকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ধান কাটতে নিষেধ করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুলিশ সুপারের কার্যালয় অবস্থিত কনফারেন্স রুমে রবিবার বেলা দেড়টায় সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে মার্চ ২০২২ মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জদের থানাধীন এলাকায় ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন রণপাহারা ডিউটি, অজ্ঞানপার্টি গ্রেফতার, ভাড়াটিয়ার তথ্য পূরণ ও আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশ সুপার ওয়ারেন্ট তামিল, মাদক উদ্ধার, ভাড়াটিয়ার তথ্য পূরণ, মামলা নিষ্পত্তি এবং জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সকল অফিসার- ফোর্সদের অধিক মনোযোগ সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে পালনের আহ্বান জানান। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে পুলিশী টহলসহ গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করার নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস সহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (এডমিন), সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারগন।